প্রথম অধ্যায়
উপসমিতি গঠনের প্রাসঙ্গিকতা

পশ্চিমবঙ্গের তিন স্তরের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত। বিগত পঁচিশ বছরে এ রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব শুধু যে পরিমাণে বেড়েছে তাই নয়, গ্রামের মানুষের ভাল থাকার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় সব দায়িত্ব একটু একটু করে এসেছে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর।

এই বিশাল কর্মকান্ড যে শুধু প্রধান, উপপ্রধান বা দু-একজন সদস্যের পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়, একথাও ভাবা হচ্ছিল অনেক দিন ধরে। এর জন্য চাই পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে ভাগ করে নেওয়া যাতে সদস্যরাও বিষয়ভিত্তিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌথ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের কাজকর্মকে আরও গতিশীল করতে পারেন।

জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতিগুলি আইনী কাঠামোর মধ্যে এবং বাজেট সংস্থান সাপেক্ষে সুষ্ঠুভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। ফলে কর্মে যেমন দক্ষতা ও গতি এসেছে তেমনি বিকেন্দ্রীকরণের নীতিও অনুসৃত হচ্ছে। কিন্তু নানা কারণে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এতদিন এমন কোন স্থায়ী সমিতি বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান তৈরী করা হয়নি।

বর্তমানে পঞ্চায়েত আইনের ঐ ৩২ক ধারা সংশোধন করে পাঁচটি উপসমিতি গঠন করা হয়েছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মতালিকাটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিভক্ত করে প্রতি বিভাগকে এক একটি উপসমিতির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। বিভাগগুলি প্রায় জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতির আদলে হওয়ায় ঐ বিষয়গুলির ব্যাপারে তিন স্তরের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপনে সুবিধা হয়েছে। এখন একজন সদস্যের হাতে কোন উপসমিতির সমগ্র দায়িত্ব ন্যস্ত করার বিধান নেই। সবচেয়ে বড় কথা অন্য উপসমিতিগুলির সঞ্চালকগণ অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির বাধ্যতামূলক সদস্য হওয়ায় অর্থসংস্থান ও বরাদ্দের ব্যাপারে প্রতিটি উপসমিতি সমানাধিকার ভোগ করবে। এটাও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে একটা বিশেষ পদক্ষেপ। এখন বাজেট বরাদ্দের মধ্যে উপসমিতির পরামর্শ মত অর্থবরাদ্দ করা প্রধানের পক্ষে প্রায় বাধ্যতামূলক। এছাড়াও এখনকার উপসমিতিগুলিতে আনুষ্ঠানিকভাবেই সরকারী আধিকারিকদের ও বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ফলে উপসমিতিগুলির কাজকর্মে গতি ও দক্ষতা বাড়বে।

অর্থাৎ একদিকে সরকারের বিশেষজ্ঞ আধিকারিক অন্যদিকে গ্রামের মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধি এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই আরও মজবুত হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিত্তি, স্থানীয় উন্নয়ন স্থানীয়ভাবেই করে ফেলা যাবে এবং প্রধান বা উপপ্রধান এতকাল যে দায়িত্ব একক বা যুগ্মভাবে পালন করতেন তা আরও দ্রুত এবং সুষ্ঠুভাবে করা যাবে এই দায়িত্ব অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেবার ফলে।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই উপসমিতির গঠন ও দায়-দায়িত্বের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
উপসমিতির গঠন, ক্ষমতা, দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য

আগেই বলা হয়েছে যে, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মানুষের সবচেয়ে কাছের সংগঠন হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরেই কাজের চাপ সবচেয়ে বেশী। এই স্তরে কাজ এবং দায়িত্ব ও ভাগ করে নেওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আইনে উপসমিতি গঠন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট পাঁচটি উপসমিতি থাকবে। এগুলি হোল: (১) অর্থ ও পরিকল্পনা, (২) কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ, (৩) শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য, (৪) নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ, (৫) শিল্প ও পরিকাঠামো। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত মনে করলে রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে অতিরিক্ত উপসমিতি গঠন করতে পারে।

উপসমিতির গঠন: -

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম সভার (সরকারীভাবে ডাকা) তিন মাসের মধ্যে উপসমিতি গঠন করতে হবে। উপসমিতির সদস্য হবেন-

(১) প্রধান ও উপপ্রধান (পদাধিকার বলে) এবং

(২) গ্রাম পঞ্চায়েতে সরাসরি নির্বাচিত সদস্য এবং পদাধিকার বলে সদস্যদের (পঞ্চায়েত সমিতির) মধ্যে থেকে অনধিক তিনজন।

এই তিনজনকে নির্বাচিত করতে হবে সরকারীভাবে ডাকা একটি সভায়।

তবে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির জন্য কোনো সদস্য নির্বাচিত হবেন না। অন্যান্য উপসমিতির সঞ্চালকরাই অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির পদাধিকার বলে সদস্য হবেন।

এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত স্বীকৃত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে দলের সদস্য সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হবে, সেই দলের নেতা অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির পদাধিকার বলে সদস্য হবেন। যদি কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতে দুই বা তার বেশী স্বীকৃত জাতীয় দল বা রাজ্য দলের বিরোধী সদস্য সংখ্যা সমান হয় তবে সেক্ষেত্রে ভারতের নির্বাচন কমিশন জাতীয় ও রাজ্য দলের যে ক্রমবিন্যাস ঠিক করে দেবেন, তা অনুসরন করে জাতীয় দলকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যদি কোনো স্বীকৃত বিরোধী দলের সদস্য না থাকেন সে ক্ষেত্রে সরাসরি নির্বাচিত বয়জ্যোষ্ঠ বিরোধী নির্দল সদস্য অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির পদাধিকারবলে সদস্য হবেন।

এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে রাজ্য সরকার আদেশ করে কোনো উপসমিতির সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করতে পারেন।

নারী শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যান উপসমিতির অর্ধেক সদস্য হবেন মহিলা।

উপসমিতির সদস্য সংখ্যা: -

প্রত্যেক উপসমিতির নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা হবে এইরকম:

পদাধিকারবলে (পঞ্চায়েত সমিতির) সদস্যসহ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যসংখ্যা	উপসমিতির সদস্য
(ক) ১০ এবং তার কম	১
(খ) ১১ থেকে ২০	২
(গ) ২১ এবং তার বেশী	৩

প্রধান এবং উপপ্রধান ছাড়া অপর কোনো সদস্য একসাথে দুটির বেশী উপসমিতির সদস্য হবেন না।

সঞ্চালক: -

প্রত্যেক উপসমিতির জন্য একজন সঞ্চালক নির্বাচিত হবেন। উপসমিতির সদস্য নির্বাচনের এক সপ্তাহের মধ্যে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি বাদে অন্যান্য উপসমিতির সদস্যরা (নির্বাচিত) একটি সভায় (সরকারীভাবে ডাকা) নিজেদের মধ্যে থেকে একজন সদস্যকে সঞ্চালক নির্বাচিত করবেন।

প্রধান, অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি এবং অপর যে কোনো একটি উপসমিতি ছাড়া অনো কোনো উপসমিতির সঞ্চালক হবেন না।

নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যান উপসমিতির সঞ্চালক হবেন একজন মহিলা।

সঞ্চালক অথবা সদস্যের পদত্যাগ: -

সঞ্চালক অথবা উপসমিতির কোনো সদস্য লিখিতভাবে প্রধানের কাছে পদত্যাগ পত্র দাখিল করতে পারেন। ঐ পদত্যাগপত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের পরবর্তী সভায় গৃহীত হলে ঐ উপসমিতির সঞ্চালকের পদ শূণ্য হবে।

আকস্মিক শূন্যতা: -

সঞ্চালক অথবা উপসমিতির কোনো সদস্যপদে পদত্যাগ, মৃত্যু অথবা অন্য কোনো কারণে শূন্যতা দেখা দিলে ঐ উপসমিতির সদস্যরা প্রথম উপসমিতি গঠনের বা সঞ্চালক নির্বাচনের নিয়মেই ঐ শূন্যপদ পূরণ করবেন। যিনি এইভাবে নির্বাচিত হবেন, তিনি পঞ্চায়েতের কার্যকালের অবশিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করবেন।

উপসমিতির ক্ষমতা: -

প্রত্যেক উপসমিতি তার নিজস্ব বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেটের সীমার মধ্যে প্রকল্প প্রনয়ন ও রূপায়ন করবে। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর কোনো উপসমিতিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে দায়িত্ব দেবে উপসমিতি সেই দায়িত্ব পালন করবে।

এই কাজ করতে গিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে উপসমিতির যে আর্থিক সীমা নির্দিষ্ট করবেন উপসমিতিকে সেই সীমার মধ্যেই প্রকল্প বা কাজকর্ম রূপায়ন করতে হবে।

প্রত্যেক উপসমিতি তার আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূত প্রতিটি খরচের জন্য প্রস্তাব গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে দাখিল করবে এবং এক্ষেত্রে উপসমিতির দায়িত্ব হবে সেই সকল বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত মেনে কর্মসূচী রূপায়ন করা।

কর্মসূচী রূপায়নের আগে প্রত্যেক উপসমিতি অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির আর্থিক অনুমোদন নেবে।

কোনো উপসমিতিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত যে যে বাজেট বরাদ্দ করবে, উপসমিতি সেই বাজেট বরাদ্দ কোনো ভাবেই পরিবর্তন করতে পারবেন না।

উপসমিতির দায়িত্ব ও কর্তব্য: -

রাজ্য সরকারের কোনো বিভাগ অথবা জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি কিংবা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ থেকে কোনো কর্মসূচী রূপায়ন করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট উপসমিতিকে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রনয়নের দায়িত্ব দেবে। এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট উপসমিতিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারে কিভাবে ঐ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। উপসমিতি সেই নির্দেশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের বা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর সাহায্য নিয়ে প্রকল্প ও প্রাককলন প্রস্তুত করে কর্মসূচী রূপায়ন করবে।

উপসমিতির সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক

উপসমিতির নাম	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক
অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক, গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব, রাজস্ব পরিদর্শক।
কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ উপসমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়ক, প্রাণী সম্পদ বিকাশ সহায়ক, কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক, মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক (আমন্ত্রিত সদস্য)।
শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক, স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধায়ক, গ্রাম পঞ্চায়েত কেন্দ্রে অবস্থিত উপকেন্দ্রের মহিলা স্বাস্থ্য সহায়ক, সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প তত্ত্বাবধায়ক, একজন গ্রামীণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি (আমন্ত্রিত সদস্য) একজন শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পরিচালন সমিতির সভাপতি (আমন্ত্রিত সদস্য) গ্রামীণ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সহকারী ধাত্রী সেবিকা (আমন্ত্রিত সদস্য)।
(ঘ) নারী শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধায়ক শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকা (আমন্ত্রিত সদস্য) সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক (আমন্ত্রিত সদস্য)।
(ঙ) শিল্প ও পরিকাঠামো উপসমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মসহায়ক বা নির্মাণ সহায়ক, রাজস্ব পরিদর্শক।

উপসমিতির সচিব: -

গ্রাম পঞ্চায়েতের বা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ কর্মের সঙ্গে যুক্ত কোনো কর্মচারী উপসমিতির সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। এবিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় বিভিন্ন উপসমিতির সচিব নির্দিষ্ট করতে হবে। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবই অর্থ ও পরিকল্পনা এবং যে উপসমিতির সচিবের পদ শূন্য হবে সেই উপসমিতির সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

উপসমিতি যে যে বিষয় নিয়ে কাজ করবে

উপসমিতি	বিষয়
অর্থ ও পরিকল্পনা	অর্থ, বাজেট, হিসাব নিরীক্ষা, কর, সম্পদ সংগ্রহ, সংস্থা, অফিস পরিচালনা, গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা প্রনয়ন, বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ন ও তদারকি, গণবন্টন পরিকল্পনার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পদ ও তথ্যভান্ডার প্রস্তুত, দুর্যোগ মোকাবিলা, হাট, বাজার, ফেরী জমি, পুকুর পরিচালনা, অন্যান্য উপসমিতির কাজের সমন্বয় এবং অন্যান্য কাজ যা অন্য কোনো উপসমিতিকে দেওয়া হয়নি।
কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ	কৃষি, সব্জি ও ফলচাষ, সেচ, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, মৎস্য, জলবিভাজিকা উন্নয়ন, সমবায়, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, মাছ চাষ, বনসৃজন, ভূমিক্ষয়রোধ জলসম্পদ উন্নয়ন।
শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য	সাক্ষরতা প্রচার ও প্রসার, শিশুশিক্ষা কর্মসূচী, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচী, পরিবেশ জনশিক্ষা, গ্রামীণ গ্রন্থাগার, জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান, গ্রামীণ জল সরবরাহ, গ্রামীণ ডিসপেনসারি ও ক্লিনিক পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী।
নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ	স্বনির্ভর দল, স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প। জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প, নারী ও শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকল্প, সমাজকল্যাণ, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী উন্নয়ন।
শিল্প ও পরিকাঠামো	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, গ্রামীণ কারিগরি, পরিকাঠামো উন্নয়ন, ইন্দিরা আবাস যোজনা, গ্রামীণ সড়ক ও গৃহনির্মাণ, গ্রামীণ বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিৎ শক্তির ব্যবহার।

তৃতীয় অধ্যায়
উপসমিতির সভা

উপসমিতির সভাগুলি হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্য্যালয়ে। প্রত্যেক উপসমিতিকে বছরে অন্তত ছয়টি সভা করতে হবে। তবে প্রয়োজন হলে উপসমিতিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রধানকে জানিয়ে রেখে এর বেশী সভাও করা যেতে পারে। সভার তারিখ এবং সময় ঠিক করবেন সঞ্চালক।

যদি কোনো কারণে সঞ্চালক সভা ডাকতে না পারেন তবে প্রধান সেই উপসমিতির সভা ডাকবেন। কিন্তু প্রধান পরপর তিনটির বেশী সভা ডাকতে পারবেন না।

সভার আলোচ্য সূচী: - সঞ্চালকের সঙ্গে আলোচনা করে উপসমিতির সচিব সভার আলোচ্যসূচী ঠিক করবেন। প্রয়োজনে সঞ্চালক লিখিতভাবেও এ বিষয়ে সচিবকে নির্দেশ দিতে পারেন।

এক্ষেত্রে প্রত্যেক সভারই প্রথম আলোচ্য বিষয় হবে বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি পর্য্যালোচনা করা।

সভার নোটিশ: -

সভার দিনক্ষণ, আলোচ্যসূচী সম্বলিত নোটিশ স্বাক্ষর করবেন গ্রাম পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট উপসমিতির সচিব এবং তা পঞ্চায়েত কর্মীদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কাছে পাঠাতে হবে। এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারন সভার নোটিশ বিলি করার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়

এক্ষেত্রেও তাই করতে হবে। সভার নোটিশের একটি কপি গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটিশবোর্ডেও ঝুলিয়ে দিতে হবে, যে তারিখে নোটিশটি স্বাক্ষর করা হচ্ছে সেই তারিখেই।

সাধারনভাবে সাতদিনের নোটিশে সভা আহ্বান করতে হবে। তবে জরুরী সভা তিন দিনের নোটিশে ডাকা যাবে। জরুরী সভায় একটি বিষয়ই আলোচ্যসূচী হিসাবে রাখা যাবে।

কোরাম: -

নির্বাচিত অন্ততঃ দুইজন সদস্য উপস্থিত থাকলে তবেই সভার কোরাম হবে এবং সভার কাজ শুরু করা যাবে।

সভা কখন মূলতবী হবে: -

প্রধানতঃ দুটি কারণে সভা মূলতবী হতে পারে। প্রথমতঃ যদি দেখা যায় যে কোনো একজন সদস্য সভার নোটিশ পাননি, এবং দ্বিতীয়তঃ সভা শুরুর নির্দ্ধারিত সময়ের আধঘন্টা পরেও কোরাম না হয়।

ঐ সভা সাতদিন পরে আর একটি তারিখ এবং সময়ে (যা সঞ্চালক স্থির করে দেবেন) একই স্থানে একই আলোচ্যসূচী নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

সভার সভাপতি: -

উপসমিতির সব সভাতেই সভাপতিত্ব করবেন সঞ্চালক। কোনো কারণে তিনি উপস্থিত না থাকলে অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে একজন সভাপতিত্ব করবেন।

সভার হাজিরা বই: -

প্রত্যেক উপসমিতির জন্য সভার একটি হাজিরা বই রাখতে হবে। এই হাজিরা বইতে সকল সদস্যই স্বাক্ষর করবেন বা বাঁ হাতে বুড়ো আঙুলের টিপ দেবেন। যারা টিপ সই দেবেন তাঁদের সভায় সভাপতির সামনে টিপ সই দিতে হবে এবং সভাপতি ঐ টিপ সই প্রত্যয়িত করবেন।

সভার কার্য্যবিবরণী: -

সভার কার্য্যবিবরণী লিখতে হবে এই উদ্দেশ্যে রাখা একটি নির্দিষ্ট রেজিস্টারে এবং সভা শেষ হবার আগেই তা উপস্থিত সকলকে পড়ে শোনাতে হবে। সবশেষে সভার সভাপতি সেই কার্য্যবিবরণী স্বাক্ষর করবেন।

সভার কার্য্যবিবরণী লিখবেন উপসমিতির সচিব অথবা পঞ্চায়েতের সচিব তাদের কেউ না থাকলে সঞ্চালকের নির্দেশ অনুযায়ী অপর কোনো কর্মচারী কিংবা সংশ্লিষ্ট উপসমিতির কোনো সদস্য এই দায়িত্ব পালন করবেন।

কার্য্যবিবরণী লিখতে হবে বাংলা ভাষায়। দার্জিলিং এর পার্বত্য এলাকায় নেপালী ভাষাতেও লেখা যাবে।

সিদ্ধান্ত নেবার পদ্ধতি: -

আলোচ্য বিষয়গুলিতে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হতে হবে। কোনো বিষয়ে মতবিরোধ/বা দ্বিমত থাকলে সেই বিষয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই গৃহীত হবে।

উপসমিতির সভার হাজিরা খাতার নিদর্শ

(১) সভার তারিখ____

(২) সভার স্থান____

(৩) সভার সময়____

(৪)কি ধরনের সভা ________________________________সাধারন/ বিশেষ/ জরুরী

সদস্যদের নাম	সদস্যের স্বাক্ষর /টিপসই	উপস্থিত হবার সময়	যার দ্বার প্রত্যয়িত (নিরক্ষর সদস্যের ক্ষেত্রে)

- অপ্রযোজ্য অংশ কেটে দিন।

উপসমিতির সাধারন সভার বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ

....উপসমিতি

প্রতি

____

____

মহাশয়,

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনার জন্য উপসমিতির পরবর্তী সভা আগামী______________________________তারিখে সকাল/ বিকাল______________________ টার সময় ____________________________(স্থান) -এ অনুষ্ঠিত হবে।

আপনাকে ঐ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভবদীয়,

আলোচ্য বিষয়:

(১) ______________________________

(২) ______________________________

(৩) ______________________________

সচিব,

উপসমিতি/ গ্রাম পঞ্চায়েত

উপসমিতির জরুরী সভার বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ

....উপসমিতি

প্রতি

____

____

মাননীয়,

নিম্নিলিখিত বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে আলোচনার জন্য উপসমিতির পরবর্তী সভা আগামী_______________________তারিখ সকাল/ বিকাল______________________টার সময়______________________________(স্থান)-এ অনুষ্ঠিত হবে।

আপনাকে ঐ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভবদীয়,

আলোচ্য বিষয়:

(১) ______________________________

তারিখ:

সচিব,

উপসমিতি/ গ্রাম পঞ্চায়েত

চতুর্থ অধ্যায়
উপসমিতির কাজকর্মের পদ্ধতি

গ্রাম পঞ্চায়েতের এখন অনেক বাড়তি কাজের চাপ। যেমন, এলাকার দরিদ্র, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের মূল বিষয়গুলি বোঝা এবং সবাইকে সামিল করা। খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির সঠিক রূপায়ণ করা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখা, এলাকার শিশুমৃত্যু রোধ করা, সমস্ত শিশুর জন্য রোগ প্রতিষেধক টীকার ব্যবস্থা করা, শিশুদের অপুষ্টি দূর করা, এলাকায় ডায়রিয়া রোধ করা, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখা, বিদ্যালয়ছুট শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করা, মিড ডে মিল কর্মসূচীর তদারকী করা ইত্যাদি। এর সঙ্গে আছে প্রথাগত কিছু উন্নয়নের কাজ। যেমন এলাকার রাস্তাঘাট, বিদ্যালয় গৃহ ইত্যাদি সংস্কার, দারিদ্র্যদূরীকরণ কর্মসূচী রূপায়ন, গ্রামীণ আবাসন ইত্যাদি।

একদিক থেকে দেখতে গেলে এইসব কাজকর্মের কতকগুলি যেমন সরাসরি রূপায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর, তেমনি কতকগুলি দায়িত্ব পালনের জন্য রয়েছে সরকারী কয়েকটি দপ্তর। পঞ্চায়েত সেখানে সমন্বয়ের কাজটা করে থাকে। এই সমন্বয় বা রূপায়ন যে কাজটাই পঞ্চায়েত করুকনা কেন এগুলিকে যদি উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কর্মসূচী হিসাবে দেখা হয় তো তার রূপায়ন হবে একরকম আর যদি নীচেকার চাহিদার সঙ্গে মিলিয়ে ভাবা হয় তবে তার রূপায়ন হবে আর এক রকম।

আমাদের চলতি ভাবনায় আমরা এতকাল পঞ্চায়েত বেশীরভাগ কাজকেই দেখেছি ন্যস্ত দায়িত্ব হিসাবে। ফলে আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে দ্রুত সরকারী অর্থ ব্যয় করে তার সদ্ব্যবহার পাঠানোর বিষয়। তাই যে কাজগুলো পঞ্চায়েত করছে তার কতটা এলাকার আসল সমস্যাগুলো মেটাতে পারছে বা সেই কাজে এলাকার মানুষকে কতটা পাওয়া যাচ্ছে এবং সর্বোপরি

এলাকায় যে সব সম্পদ রয়েছে (যেমন গাছপালা, নদী, অরন্য, পশু, পাখী কিম্বা মানুষ) তাদেরই বা কতটা কাজে লাগানো যাচ্ছে এনিয়ে চিন্তাভাবনার খুব বেশী অবকাশ পাওয়া যায়নি। আবার যখন খুব দ্রুত উপর থেকে কোনো কর্মসূচী রূপায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিম্বা হঠাৎ করে

কোনো একটি প্রকল্পে কিছু উপভোক্তা বেছে দিতে বলা হয়েছে তখনও দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে, এই চয়ন বা নির্বাচন কোথাও কোথাও হয়েছে একপেশে। হয়ত আর একটু খুঁজলে যাদের নাম পাঠানো হলো তাদের চেয়েও জরুরী কিছু নাম পাওয়া যেত। এ সবের কারণ হোল হাতের কাছে পঞ্চায়েতের কর্মসূচী প্রনয়নের মত তথ্যভান্ডার না থাকা। আর একটু অন্যভাবে বললে যেটা দাঁড়ায় তো হোল সরকারী কর্মসূচী রূপায়নের বদলে পঞ্চায়েতের কর্মসূচীতে সরকারী কর্মসূচীকে কাজে লাগানো।

উপসমিতির গঠনের উদ্দেশ্য তাই নিছক প্রধানের ক্ষমতা ও দায়িত্বকে ভাগ করে নেওয়া বা নতুন কিছু ক্ষমতার আনন্দে মেতে ওঠা নয়, উপসমিতির আসল উদ্দেশ্য হোল এই সরকারী কর্মসূচীর সঙ্গে পঞ্চায়েতের কর্মসূচীর মিল ঘটানো, কর্মসূচীর অগ্রাধিকার ঠিক করা, কর্মসূচী রূপায়নে সরকারী সাহায্যের পাশাপাশি স্থানীয় সম্পদ ও সম্ভাবনার খতিয়ান তৈরী করা এবং এই সব কাজের সমন্বয় ঘটানোর জন্য স্থানীয় উৎসাহী মানুষজনকে কাজে লাগানো।

উপসমিতির তথ্যভান্ডার: - কোন উপসমিতির কী কাজ সে বিষয়ে আগের অধ্যায়ে একটি ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে। ঐ বিষয়গুলিতে যেমন সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে পঞ্চায়েতে প্রতিদিন অনেক চিঠিপত্র আসে তেমনি আবার এলাকার মানুষজনের কাছ থেকেও অনেক কাগজপত্র পাওয়া যায়। গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত চিঠিপত্রই সবার আগে দেখেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। তাঁর কাজ হোল কোন চিঠিটি কোন উপসমিতি সংক্রান্ত তা আগে ভাল করে বুঝে নেওয়া, প্রয়োজনে পঞ্চায়েতের কর্মচারীদের সাহায্যে নেওয়া এবং সংশ্লিষ্ট চিঠিটি সংশ্লিষ্ট সঞ্চালকের কাছে পাঠানো। আবার অনেক সময় এমনও হতে পারে যে কোনো উপসমিতির সঙ্গে যুক্ত কোনো আধিকারিক/কর্মচারী তাঁর দপ্তরগতভাবে একটি চিঠি পেয়েছেন, যা আলোচনা করতে হবে উপসমিতির সভায়। এইসব চিঠিপত্র একত্রিত করেই সঞ্চালককে তৈরী করতে হবে উপসমিতির আলোচ্যসূচী।

এই আলোচ্যসূচীর কোনোটি হয়ত চট্‌জলদি সমাধান করা যাবে আবার কোনোটি একটু দীর্ঘমেয়াদী। কোনোটির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বা সামগ্রী হয়ত ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েতে মজুদ আছে আবার কোনোটির জন্য এই অর্থ বা সামগ্রী কিম্বা উদ্যোগ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ বা সৃষ্টি তৈরী করার দরকার হতে পারে। কিন্তু যে কাজই হোক না কেন, মনে রাখা দরকার হঠাৎ করে খাবলে নিয়ে

কিছু কর্মসূচী রূপায়ন করলে দ্রুত পঞ্চায়েতের অর্থ ব্যয় হতে পারে, স্থায়ী সমস্যার সমাধান হবে না। তাই সবার আগে দরকার উপসমিতির বিষয়ভিত্তিক সমস্যা ও সম্ভাবনার একটি তথ্য তালিকা। ধরা যাক শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতির কথা। সরকারীভাবে একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য প্রাবহমান শিক্ষা কেন্দ্র খোলার একটি কোটা বেঁধে দেওয়া হোল এবং বলা হোল আগামী সাতদিনের মধ্যে ঐ কেন্দ্র খুলে উপরে জানাতে হবে। প্রশ্ন হোল উপসমিতি কি ঐ বেঁধে দেওয়া কেন্দ্রগুলিতেই সন্তুষ্ট থাকবে না কি এলাকার চাহিদা অনুযায়ী কেন্দ্রের সংখ্যা ঠিক করবে এবং সরকারকে সেই অনুযায়ী অনুমোদন দেবার কথা বলবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হোল যদি এলাকার চাহিদা অনুযায়ী কেন্দ্র খুলতে হয় তবে জানতে হবে কোথায় কোথায় নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা বেশী, কোথায় কেন্দ্র খুললে তা বাস্তবে চালু থাকবে এবং কেন্দ্র চালাবার উপযোগী স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যাবে। এরকম সমস্যা স্বাস্থ্য নিয়েও হতে পারে। গর্ভবতী মা ও শিশুর স্বাস্থ্য নিয়ে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান নিয়ে কিম্বা গ্রামে শৌচাগার নির্মাণ নিয়ে। যে বিষয়েই হোক না কেন যদি গ্রামের ঐ বিষয়গুলোর ছবিটা আঁকা থাকে বা প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতেই থাকে তবে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য অহেতুক বিলম্ব এড়ানো যাবে।

উপসমিতির সিদ্ধান্তই গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত: -

কোনো উপসমিতি সাধারনভাবে কোনো বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত। পরবর্তীতে বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারন সভায় অবগত করতে হবে। উপসমিতি যে বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নেবে তা রূপায়নের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে উদ্যোগ নিতে হবে। উপসমিতির সভা পরিচালনা থেকে তার সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করা সব বিষয়েই গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীরা প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করবেন। এক্ষেত্রে সঞ্চালকের কাজ হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং সিদ্ধান্তগুলি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে উপসমিতির অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে নিয়মিত তদারকি করা।

সঞ্চালকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হোল তার উপসমিতির কাজকর্মের একটি মাসিক প্রতিবেদন প্রধানের কাছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে সাধারন সভায় দাখিল করা।

উপসমিতিকে এটাও মনে রাখতে হবে যে তারা সাধারনভাবে এমন কোনো সিদ্ধান্ত

নেবেন না যা রূপায়ন করতে অর্থ উপসমিতি বা ব্যাপক অর্থে গ্রাম পঞ্চায়েতকেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই লিখিতভাবে প্রধান বা গ্রাম পঞ্চায়েতের মতামত নিতে হবে। তবেই কাজ হবে দ্রুত অথচ নিয়ম মাফিক।

পাঁচটি উপসমিতি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচটি ইন্দ্রিয়, যা সচল থাকলে গোটা গ্রাম পঞ্চায়েতই সচল থাকবে।

পঞ্চম অধ্যায়

শিল্প ও পরিকাঠামো উপসমিতি

বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে শিল্প ও পরিকাঠামোর গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান । গ্রামের জনসাধারন মাত্রই হয় কৃষিকার্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করবে বা শহরে কাজ খুঁজতে যাবে- এই ধারনা বর্তমান পরিবর্তিত অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে অনুপযোগী । তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে শিল্পকেও কৃষির মতই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে । তাছাড়া, গ্রামে পূর্ব প্রজন্মের যে কৃষক নিজের জমিতে চাষ করে সুষ্ঠুভাবে জীবনধারন করতেন পরবর্তী প্রজন্মে সেই জমিই তার সন্তান সন্তানাদিদের মধ্যে বন্টন হয়ে যাওয়ার মাথা পিছু আয় কমেছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধিহেতু সৃষ্টি হচ্ছে বেকারত্ব - এর সাথে রয়েছে আবার মৌসুমী বায়ুর ওপর অতি নির্ভরশীল কৃষি ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট অসংখ্য ছদ্মবেকার অর্থাৎ যারা কৃষিক্ষেত্রে সারাবছর কাজ পায় না । এই গ্রামীন বেকারত্বের দূরীকরণের জন্য গ্রামীণ শিল্পবিকাশের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে । ভারতে বিশেষতঃ আমাদের রাজ্যের কুটীর শিল্পজাত শিল্প সামগ্রীর সমাদর দেশের বাইরেও আছে । কিন্তু শুধু অজ্ঞতা, অর্থসঙ্কট এবং প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশের অভাবে বহু কুটীর শিল্পী বংশানুক্রমিক পেশা ছেড়ে অন্য পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন । এই অবস্থার উন্নতির জন্য পঞ্চায়েত স্তরে শিল্প নিয়ে ভাবনার অবকাশ রয়েছে । শিল্পকে মূলধনের ভিত্তিতে ভারী, মাঝারি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ভাগ করা হয় ।

গ্রামীন শিল্প বলতে মূলত: **কুটীর শিল্পকেই বোঝায়** । তবে সঠিক পরিকাঠামো থাকলে ক্ষুদ্রশিল্পের মাধ্যমে ও গ্রামীন শিল্প বিকাশও সম্ভব । ক্ষুদ্র শিল্প বলতে সেই সব শিল্পকে বোঝায় যার যন্ত্রপাতিতে নিয়োজিত মূলধন সর্বাধিক ৬০ লক্ষ টাকা । এছাড়া, যেখানে জনসংখ্যা ৫ লক্ষের মধ্যে, সেখানে পরিষেবাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানকেও ক্ষুদ্রশিল্পের পর্যায়ে ফেলা হয় । এসব প্রতিষ্ঠানে যন্ত্র ও কারখানাগৃহ বাদে স্থায়ী মুলধনী বিনিয়োগ সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকা হতে পারে । এদের বলা হয় **ক্ষুদ্র পরিষেবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান** (Small Scale Service & Business Establishment) । অবশ্য শিল্পের শ্রেণী নির্ধারক মূলধনের পরিমান সরকারী ঘোষিতনীতি অনুযায়ী মাঝে মাঝেই পরিবর্তিত হয় ।

যেকোন ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের সুবিধা হল একাধিক মানুষের অন্নসংস্থান হওয়া । গ্রামপঞ্চায়েত স্তরে

ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশের জন্য গ্রামপঞ্চায়েতের সরাসরি অংশগ্রহন তুলামূলকভাবে কঠিন হলেও (ক) উদ্যোগীদের স্থানীয়ভাবে সবরকম সহায়তা করা, (খ) পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া, (গ) শিল্পস্থাপনে বা শিল্প পরিচালনায় স্থানীয় কোন সমস্যার উদ্রেক হলে তার দ্রুত নিষ্পত্তি করা, (ঘ) সবোপরি সক্ষম শিল্পদ্যোগীদের সর্বতোভাবে উৎসাহ দেওয়া এগুলি অবশ্য-ই সম্ভব ।

গ্রামের সাধারন মানুষের পক্ষে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান করা অসম্ভব - তার জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট অর্থ । কিন্তু এমন ছোট ছোট শিল্প অবশ্যই গঠন করা, সম্ভব যার বাজার আছে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বা যেগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ । বৈশিষ্ট্য পূর্ণ বলতে বোঝান হচ্ছে এমন বিশেষ কিন্তু শিল্পকর্মকে যা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের শিল্পীদের দ্বারা বিশেষ কারিগরী দক্ষতার মাধ্যমে সৃষ্ট হয় । এধরনের শিল্প শুধু শিল্পপ্রতিষ্ঠানকারী অর্থাৎ মালিকেরই - অন্নসংস্থান করে না তার সাথে অনেক বেকারের জীবিকা অর্জনের সুযোগ করে দেয় । এছাড়া কৃষিজাত এবং কৃষিনির্ভর শিল্পে গ্রামগুলি বিশেষ উন্নতি ঘটাতে পারে । এই ধরনের শিল্পের মধ্যে সেগুলিকেই বেছে নিতে হবে যার উৎপাদন ব্যয় কম এবং যেগুলি শুরু করতে বেশী লগ্নি করতে হয় না । প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই এই ধরণের কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ন শিল্প আছে । উদাহরণস্বরুপ নদীয়া / হুগলীর তাঁতশিল্প, পুরুলিয়া লাক্ষা শিল্প, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার রেশমশিল্প ইত্যাদির কথা বলা যায় ।

এই ধরনের শিল্প বিকাশে গ্রামপঞ্চায়েতের ভূমিকা জেলাপরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে বাড়ছে । পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থায় শিল্পের জন্য পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ স্তরে একটি করে স্থায়ী সমিতি আগে থেকেই আছে। আইন সংশোধনের মাধ্যমে গ্রামপঞ্চায়েত স্তরেও এখন শিল্প ও পরিকাঠামো উপসমিতি গঠন করা হয়েছে যার ভূমিকা হবে-

(ক) গ্রামীণ শিল্পস্থাপনে উৎসাহ দেওয়া,

(খ) শিল্পের জন্য সরকারী স্তরে কী কী সহায়তা পাওয়া যায় সেই বিষয়ে এলাকার বেকারদের পরামর্শ দেওয়া,

(গ) মৃতপ্রায় শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন ঘটান,

(ঘ) শিল্প স্থাপনের জন্য পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে বা ক্ষেত্র বিশেষে সরাসরি জেলাতে উৎসাহী বেকারদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া,

(ঙ) কোন গ্রামপঞ্চায়েত কী ধরনের শিল্পের সম্ভবনা আছে সেই বিষয়ে একটি পরিকল্পনা রূপায়ন করা,

(চ) এলাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হওয়া,

(ছ) শিল্পের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে তা দূর করা ।

এইসব ভূমিকা সুনিপুনভাবে পালন করতে হলে শিল্প ও পরিকাঠামো উপসমিতির সদস্য/সদস্যাদের শিল্প প্রতিষ্ঠার সহায়ক বিষয়গুলি সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে । শিল্প প্রতিষ্ঠার সহায়ক বিষয়গুলি হল- **(ক) অর্থসংস্থান বা ঋণ, (খ) শিল্প ও ব্যবসা পরিচালনার দক্ষতা, (গ) কারিগরী দক্ষতা ঘ) উন্নত যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ইত্যাদি।**

অর্থসংস্থান ছাড়া শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্ভব নয় - এর জন্য আছে নানা ব্যাঙ্ক ও সরকারের প্রকল্প যার মাধ্যমে শিল্পোদ্যোগী ব্যবসার জন্য ঋণ পেতে পারেন । শিল্প ও ব্যবসা পরিচালনার দক্ষতার জন্য দরকার কাঁচামাল, বাজার, শ্রমিক নিয়ন্ত্রন, হিসাবরক্ষণ, লভ্যাংশ কষা ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান আর কারিগরী দক্ষতার জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট শিল্পের মান উন্নয়নের জন্য শিল্পনৈপুণ্যে । এই সবক'টি ক্ষেত্রেই সরকারী সহায়তা পাওয়া যায় । এই সরকারী সহায়তাগুলি সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট উপসমিতির সদস্য/সদস্যাদের একটি ধারণা থাকা দরকার। নীচে বিশেষ কিছু সরকারী সহায়তা তথা প্রকল্পের কথা বলা হল এ'ছাড়াও আরও অনেক সরকারী সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় যেগুলি জানার জন্য ব্লকের শিল্পোন্নয়ন আধিকারিক বা আই.ডি.ও-র সঙ্গে যোগাযোগ করা বাঞ্ছনীয় ।

(১) <u>এন্টারপ্র্যানার ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম বা ই.ডি.পি.</u> : - এই প্রকল্পটিতে শিল্প উদ্যোগী বেকার যুবক যুবতীদের শিল্প স্থাপনের জন্য পরিচালন ব্যবস্থা ও শিল্পে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। জেলা শিল্প কর্পোরেশন থেকে প্রায়শঃই এ'ধরনের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য উদ্যোগী প্রশিক্ষণার্থীদের

নাম চেয়ে পাঠান হয় । কোন গ্রাম পঞ্চায়েত বা পাশাপাশি অবস্থিত কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত সম্মিলিতভাবে পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে তাদের এলাকার শিল্পোদ্যোগী বেকার যুবক যুবতীদের জন্য এধরনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করতে চাইলে জেলা শিল্প কর্পোরেশনে বা ব্লকের আই.ডি.ও. -র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন ।

(২) খাদি ও গ্রামোদ্যন আয়োগের ঋণ : এই ঋণ খাদি শিল্প ও গ্রামীন সিল্পের জন্য দেওয়া হয় । খাদি শিল্প বলতে হস্তচালিত তাঁতের মাধ্যমে তুলো, রেশম বা উলের সুতো দিয়ে উৎপাদিত সবরকম বস্ত্র শিল্পকেই বোঝায় । খাদি ও গ্রামোদ্যন আয়োগের শংসাপত্র আছে এমন যে কোন প্রতিষ্ঠান বা সমবায় সমিতি এই ঋণ পেতে পারে । গ্রামীন শিল্পের ক্ষেত্রে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আয়োগের অনুমদিত বেশ কিছু শিল্পে এই ঋণ দেওয়া হয় । এইসব শিল্পের জন্য খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আয়োগের নিজস্ব খসড়া প্রকল্প আছে ।

(৩) শিল্প সমবায় : - সমবায়ের মাধ্যমে কোন শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হলে বিশেষ কিছু সরকারী সহায়তা পাওয়া যায় । ঋন-ও সহজে মেলে।বিশেষ করে মহিলা শিল্পীরা (artisan) এর থেকে সুযোগ নিতে পারেন । অবশ্য শিল্পীদের জন্যও সহায়তার ব্যবস্থা আছে । ঐধরনের শিল্পে সমবায়ের বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে সমবায় দপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রস্থল ।

(৪) প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা : - ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়স্ক সাধারন যুবক বা ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী তপশীলি জাতি / উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত শিল্পোদ্যোগী, মহিলা শিল্পোদ্যোগী বা প্রতিবন্ধী, সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যদি শিল্প স্থাপন করতে চান এবং প্রথম ক্ষেত্রে (১৮ থেকে ৩৫) তিন যদি কমপক্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেন (উত্তীর্ণ না হলেও) ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (১৮ থেকে ৪৫) তিনি যদি কমপক্ষে অষ্টম মান উত্তীর্ণ হন তবে এই প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। অবশ্য সর্বক্ষেত্রি এই প্রকল্পের উপভোক্তার বার্ষিক পারিবারিক আয় হতে হবে চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে। এই প্রকল্পে ৩ থেকে ৭ বছরের মধ্যে শোধযোগ্য সর্বাধিক ২লক্ষ টাকা ঋণ ছাড়াও পাওয়া যায় ভর্তুকি যার পরিমাণ প্রকল্প ব্যয়ের ১৫% (সর্বাধিক ৭৫০০টাকা) উদ্যোগকারীকে এক্ষেত্রে প্রকল্পের ৫% নিজেকে ব্যয় করতে হয়। ঋণের জন্য গ্যারান্টার লাগে না ।

কোন এলাকায় কোন কোন ধরনের শিল্প বা কারবার চলতে পারে, কীভাবে কত টাকার মধ্যে কোন প্রকল্প করা যায় এ সম্বন্ধে যাবতীয় ধারনা ও পরামর্শ জেলা শিল্প কেন্দ্র থেকে দেওয়া হয় । এর জন্য আবেদন পত্র বি.ডি.ও. অফিসে পাওয়া যায় ।

(৫) BSAI আইনে ঋণ কর্মসূচী : - অত্যন্ত ক্ষুদ্র শিল্পীদের জন্য সহজ শর্তে ১০,০০০টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যায় যার জন্য জেলা শিল্পকেন্দ্র বা বি.ডি.ও. অফিসে যোগাযোগ করা যেতে পারে ।

(৬) জাতীয় জৈব গ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি: - ভারত সরকারের অচিরাচরিত শক্তিমন্ত্রকের সহায়তাধীন এই প্রকল্প রান্নার জন্য জ্বালানী সরবরাহ, জৈব সার, বন সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারে সহায়তা করে মূলতঃ স্থানীয় সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে ।

(৭) হস্তশিল্পের জন্য যন্ত্রপাতি কেনার ঋণ: - এই ঋণ অত্যন্ত সহজ শর্তে দেওয়া হয়। এর জন্য হস্তশিল্পী প্রধানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা শিল্পকেন্দ্র যোগাযোগ করতে পারেন ।

(৮) মহিলা উদ্যম নিধি: - মহিলা শিল্প উদ্যোগীদের জন্য SIDBI ও ব্যাঙ্ক সহজ শর্তে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দান করে ।

(৯) অতিরিক্ত রোজগার যোজনা (Additional Employment Programme) : -শিক্ষিত বেকার যুবক বা যুবতীরা এই যোজনা ৭৫% ব্যাঙ্ক ঋণ পান। এর জন্য মার্জিন মানি (১০%) পেলে ১৫% উদ্যোগকারীকে নিজে আর তা না পেলে ২৫% উদ্যোগকারীকে নিজে কারবার লগ্নি করতে হয়। তবে সরকারে মার্জিন মানি নিলে প্রতি ৫,০০০টাকার জন্য একজন করে শ্রমিকের কর্মসংস্থান করতে হয় ।

(১০) মিশ্র ঋণ: - পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এই ঋণ পাওয়া যায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। এই ঋণ অবশ্য চলতি ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগগুলিকেই দেওয়া হয় কিছু বিশেষ শর্তে ।

(১১) দীনদয়াল কর্মসূচী : - তাঁতবস্ত্র অধিকরণের এই কর্মসূচী দ্বারা তন্তু শিল্পীদের পরিকাঠামো তৈরী,

উৎপাদন ছাড়া প্রশিক্ষণ, বিপণন ইত্যাদি সব বিষয়ে সহায়তা করা হয়। এর বিশ্‌দ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে তাঁত উন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গে শান্তিপুর, সিঁউড়ি, বহরমপুর, নবদ্বীপ, চুঁচড়া, কালনা, কাটোয়া, বাঁকুড়া, তারকেশ্বর, মালদা, পুরুলিয়া ইত্যাদি ক'টি স্থানে তাঁত উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তর আছে ।

(১২) <u>রেশমশিল্পীদের সহায়তা</u> : - রেশম শিল্প অধিকরণ রেশম শিল্পীদের রেশমের মান উন্নয়ন, গাছ ও পোকার রোগ দূর করা, অর্থনৈতিক সহায়তা দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্য করে থাকে ।

(১৩) <u>বৃদ্ধ শিল্পীদের পেনশন</u> : - সরকার বৃদ্ধ, অশক্ত অসহায় শিল্পীদের মাসে ৪০০টাকা পেনশন দিয়ে থাকে। এই পেনশন পাবার জন্য প্রধানের মাধ্যমে ব্লকে আবেদন করতে হয়।

(১৪) <u>বিপননের সুবিধা প্রদান</u> : - হস্তশিল্পীদের উৎপাদনগুলি বিক্রির জন্য জেলাস্তরে ও রাজ্যস্তরে মেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদির আদেশ করা হয়। এর ফলে বিক্রি ছাড়া প্রচারও ঘটে অনেক যোগাযোগ হয় যা ভবিষ্যৎ ব্যবসার সুযোগ এনে দেয়। তাছাড়াও বেশ কিছু সরকারী সংস্থা এই সব শিল্পদের উৎপাদন কিনে নিজেরা বিক্রি করে যেমন মঞ্জুষা, WBIDC, তন্তুজ ইত্যাদি।

এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি আছে যার মাধ্যমে সরকার গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্পীদের সহায়তা করে থাকে।

গ্রামীন অর্থনীতিতে অকৃষিজ শিল্পের গুরুত্ব পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাড়ছে । তাই শিল্পের ক্ষেত্রে এজাতীয় শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া বাঞ্চনীয় ।এই ধরনের শিল্পের সঙ্গে জড়িত আছে দ্ররিদ্র মানুষের জীবিকা নির্বাহ অথবা মূল জীবিকার পাশাপাশি কিছু অতিরিক্ত অর্থ উপাজন করার প্রশ্ন । কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান সুযোগের পরিপূরক হিসাবে এই ধরণের শিল্পের গুরুত এবং প্রাসঙ্গিকতা গ্রামাঞ্চলে ক্রমশ:ই বৃদ্ধি পাচ্ছে । সাধারনত; এই ধরণের শিল্পের সাথে যুক্ত থাকেন চার ধরনের কর্মী -

(১) যারা বছরের কিছু সময় বা ক্ষেত্র বিশেষে মূল উপার্জনের সাথে এই ধরণের শিল্পের সঙ্গে বেতনভোগী শ্রমিক হিসাবে যুক্ত থাকেন ।

(২) যারা বছরের পুরো সময়ই এই শিল্পের সঙ্গে বেতনভোগী কর্মী হিসাবে যুক্ত থাকেন এবং এদের আয়ের মূল উৎসই হল তাদের শ্রমের বিনিময় পাওয়া মজুরী

(৩) যারা নিজে এই শিল্পে স্বনিযুক্ত

(৪) যারা তাদের নিজেদের পরিবার পরিচালিত এইধরণের শিল্পে বিনা বেতনে সহায়তা করেন ।

এর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সংযুক্ত কর্মী বা ব্যবসায়ী তার পরিবারের উপার্গন বা অতিরিক্ত উপার্জনকে সুনিশ্চিত করেন । মূলত: এধরণের শিল্প গড়ে ওঠে স্থানীয় বাজার বা চাহিদা এবং স্থানীয় কাঁচামালের যোগানের ওপর । এই ধরণের শিল্পের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে যেগুলি প্রচলিত তা হল : বিড়ি শিল্প, সূচী শিল্প, মৃৎশিল্প, গালা শিল্প তাঁতশিল্প ইত্যাদি যেগুলিতে যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন কম। আর আছে কিছু শিল্প যেগুলো তুলনামূলকভাবে কমদক্ষতার প্রয়োজন যেমন - মুড়িভাজা, বড়ি তৈরি, মশলা তৈরি, পাঁপড় তৈরি, আচার তৈরি ইত্যাদি । দ্বিতীয় শ্রেনীর শিল্পের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা হল উৎপাদিত পণ্যের মান যা কিনা সামান্য ঘরোয়া প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুর করা যায় ।

এর সাথে আছে হাঁস, মুরগী, ছাগল, গোপালন যার মাধ্যমে স্বনিযুক্ত হওয়া বা উপার্জন বাড়ানো সম্ভব । এধরণের সব শিল্পের জন্য উদ্যোগীকে বিভিন্ন শিল্পপ্রকল্পের সাথে গ্রামোন্নয়ন বিভাগের নিজস্ব স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা বা SGSY প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যক্তিগত উদ্যোগকেও সাহায্য করা যায় । এক্ষেত্রে অনুদানের ব্যবস্থাও আছে । এই প্রকল্পে প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, পরিকাঠামোগত সহায়তা প্রদানেরও ব্যবস্থা আছে ।

বর্তমানে বেশ কিছু শিল্পের সম্ভবনা আন্তজার্তিক স্তরে দেখা দিয়েছে এর মধ্যে অনেকগুলি-ই স্থানীয় কাঁচামালের ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলেই গড়ে উঠতে পারে যেমন, আয়ুবের্দিক শিল্প, মাটির গয়না,কাঁথা শিল্প ইত্যাদি। ভারতীয় আয়ুর্বেদিক সারা বিশ্বে প্রসার লাভ করেছে। আধুনিকতার কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ চাইছে প্রকৃতির সরাসরি দানের ওপর নির্ভরশীল হতে। বর্তমানে উন্নতদেশগুলিও আধুনিক রসায়ন নির্ভর ঔষুধকে ত্যাগ করে বনৌষধি ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছে।কিন্তু দুঃখের কথা আমাদের দেশ এই

শাস্ত্রের মূল পথিকৃৎ হয়েও আন্তর্জাতিক ভাবে এই ব্যবসায় বিশেষ স্থান লাভে অপারগ হচ্ছে। এর মূল কারণ যথেষ্ট সচেতনতা ও উদ্যোগের অভাব। এই বিশেষ এবং নতুন ব্যবসার দিকটি এই উপসমিতি মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারে। গ্রামাঞ্চলে বনে-বাদাড়ে অযত্নে বেড়ে ওঠা অনেক সাধারন লতা, গুল্ম বা গাছ বনৌষধি হিসাবে বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরীর কারখানায় বিক্রি হয় এমন কি বিদেশেও রপ্তানী হয়। শুধু তাই নয় অনেক অ্যালোপ্যাথিক এবং বেশীরভাগ হোমিওপ্যাথিক ঔষধই তৈরী হয় এই সব বনৌষধি থেকে। এই বনৌষধির বিষয়ে উপসমিতি যথেষ্ট তথ্য পেতে পারেন ব্লক হাসপাতালের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের কাছে। উনি প্রয়োজনে জেলা বা রাজ্যস্তরে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন।

বর্তমানে স্ব-স্বহায়ক দল বা Self Help Group গুলি নিজস্ব উদ্যোগে ছোট ছোট শিল্প স্থাপন করছে। এগুলি সবই ঘরোয়া শিল্প। কিন্তু এই দলগুলিকে ঠিকভাবে চালিত করলে অদূর ভবিষ্যতেই শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকেই নয় সামাজিক দিক থেকেও সুফল মিলবে। অনেকক্ষেত্রেই দলগুলি সঠিক শিল্প বা কর্মোদ্যোগকে বেছে নিতে অসমর্থ হয়। এই বিষয়ে উপসমিতি সহায়তা করতে পারে। প্রত্যেক গ্রামপঞ্চায়েতের মূল কর্মোদ্যোগ বা Key activity গুলি চিহ্নিত করে কোন কোন ব্যবসা কোন কোন স্থানে বেশী তা চিহ্নিত করে দলগঠনের মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক জনোদ্যোগ গড়ে তুলতে পারেন এই দলগুলিকে উপসমিতি উদ্যোগ নিয়ে বিপননে সহায়তা করতে পারে।

উপরে আলোচিত সবরকম **গ্রামীন শিল্পের ক্ষেত্রেই মুলসমস্যা গুলো হল -**

১. কৃষিক্ষেত্রে শ্রমদনে অভ্যস্ত পরিবারের ক্ষেত্রে নতুন উপায় জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে অনীহা ও অজ্ঞতা ।

২. দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগের অভাব প্রশিক্ষণের অভাব ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের মান নিযন্ত্রনে অপারগ হওয়া

৩. ব্যবসা চালু করার জন্য ঋণ সঠিক সময়ে না পাওয়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণ পাবার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি ঠিক করে দেওয়ার মতন সাহায্যের অভাব বা কীভাবে কোথায় ঋণ পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে অজ্ঞতা,

৪. ঋণ পেলেও তা অভাবের তাড়নায় খরচ করে ফেলার প্রবনতা

৫ শিল্প চালনা করা, হিসাব রাখা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকা

৬. সর্বপোরি বিপননের সমস্যা

এর জন্য উপসমিতিকে দায়িত্ব নিতে হবে নিম্নলিখিত বিষয়ে

১. শিল্প স্থাপন ও উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া এবং সবরকম সহায়তা প্রদান করা ।

২. এলাকার সম্ভাবনাময় শিল্প যার বাজার আছে এবং যেগুলি মুলত: স্থানীয় কাঁচামাল ও কর্মী বা শিল্পীদের ওপর নির্ভরশীল সেগুলিকে চিহ্নিত করা ।

৩. শিল্প উদ্যোগীকে সবরকম খবরাখবর সংগ্রহ করা, উপদেশ দেওয়া এবং পঞ্চায়েত সমিতিট সংশ্লিষ্ট কর্মাধক্ষ্য, আধিকারিক এবং স্থানীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া ।

৪. দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা । এই বিষয়ে প্রয়োজনে পঞ্চায়েত সমিতি / জিলা পরিষদ /DRDC/ জেলা শিল্পকেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা । এধরনের প্রশিক্ষণ যেমন শিল্পদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য হতে পরে তেমন হতে পারে শিল্প পরিচালনার জন্য ।

৫. ঋণ পেলে উপভোক্তা যাতে তার সঠিক ব্যবহার করে সেই বিষয়ে নজর রাখা

৬. বিপননের জন্য বিভিন্ন বিপনন কেন্দ্র, ব্লকের শিল্প উন্নয়ন আধিকারিক, জেলা শিল্প কেন্দ্র ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ।

৭. পশুপালন সংক্রান্ত শিল্পে ব্লক প্রানীসম্পদ বিকাশ আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করান এবং অবশ্যই পালিত পশুর বীমা সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় সাহায্য করা ।

৮. সরকারী ঋণ শোধের বিষয়ে সহায়তা করা ।

এছাড়া-ও এলাকার শিল্প উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট উপসমিতির কাছে শিল্পী ও বেকারদের একটি তথ্যপঞ্জী থাকলে সুবিধা হয়। এর সঙ্গে দরকার **ঐ অঞ্চলে কোন শিল্পের ভবিষ্যৎ আছে সে সম্বন্ধে বাজার যাচাই।** এই উপসমিতি এলাকার কিছু পেশাদারী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক, ব্যাঙ্কের আধিকারিক, ব্লকের শিল্প উন্নয়ন আধিকারিক এদের নিয়ে এর জন্যও একটি পরিকল্পনা করতে পারেন। শিল্প উদ্যোগীদের সহায়তার জন্য শিল্প উন্নয়ন আধিকারিক ও জেলা শিল্পকেন্দ্রের সাহায্যে প্রোজেক্ট রির্পোট তৈরী করিয়ে দেবার দায়িত্ব নিতে পারেন বিনামূল্যে।

মনে রাখতে হবে শিল্প ও পরিকাঠামো এই দুটি বিষয়ই পরস্পর সম্পর্কিত। উন্নত পরিকাঠামো

ছাড়া শিল্পের অগ্রগতি অসম্ভব। তাছাড়া আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও নাগরিক পরিষেবার প্রশ্নেও পরিকাঠামোর গুরুত্ব অপরিসীম।

পরিকাঠামো বলতে বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি সবকিছুই বোঝায়। এর জন্য পরিকল্পনা করা বা তার রূপায়ন করা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত এই উপসমিতির মাধ্যমে অন্ততঃ পক্ষে বিদ্যমান পরিকাঠামো সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে পারে। বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে বড় বাধা হুকিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ চুরি। গ্রাম পঞ্চায়েতের এই উপসমিতির পক্ষে অবশ্যি সম্ভব এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া। এভাবে ছোটখাট ব্যাপারগুলির দিকে নজর দিলে অবশ্যই পরিকাঠামোর সংরক্ষণের সমস্যার সমাধান হবে।পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে প্রথমেই আসে বিদ্যুতের কথা । বিদ্যুতের প্রয়োজন আধুনিক সভ্য সমাজে অপরিসীম । দৈনন্দিন জীবনে তো বটেই শিল্পপ্রসারের ক্ষেত্রে এর ভুমিকা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না । যে সব গ্রামীন এলাকায় এখনও বিদ্যুৎ নেই সেখানে পরপর সংলগ্ন কয়েকটি মৌজার জনসাধারনের কাছ থেকে গনদরখাস্ত একত্রিত করে পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন বৈদ্যুতিকরণের বিভাগে জমা দিতে হয় । ঐ আবেদনের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট প্রকল্পে গ্রামীন বিদ্যুৎ কর্পোরেশনের অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তা পেলে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ অগ্রসর হন । এই বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির এবং বিদ্যুৎ ভবনের (সল্টলেক, কলকাতা) জেলা পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ বাঞ্চনীয় ।

উল্লেখ্য বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে তপশিলীজাতি উপজাতি অধুষ্যিত গ্রাম / মৌজাগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে শক্তির উৎস হিসাবে বিকল্পভাবে সৌরশক্তি, বায়োমাস গ্যাসফিয়ার জৈব গ্যাস গুলির কথাভাবা হচ্ছে । এই রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ পুনর্নবীকরনযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা বা West Bengal Renewable energy Development Agency সংক্ষপে (WBREDA) অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহারের প্রসারের দায়িত্ব আছে । অপ্রচলিত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে সহায়তা পাওয়া যায় এই সংস্থার কাছ থেকে । যেসব গ্রামে বিদ্যুৎ এখনও পৌছায়নি সেখানে বিদ্যুতীকরণের বিশেষ সমস্যা থাকলে পাশাপাশি এই ধরণের বিকল্পশক্তির কথা ভাবা যেতে পারে । সৌরকোষ সম্বলিত সৌরলন্ঠনের প্রসার ঘটাতে পারলে অনানং প্রাকৃতিক জ্বালানীর ওপর নির্ভরযোগ্যতা কমে আসবে । এধরনের লন্ঠন একবার চার্জ করলে প্রায় ৬ ঘন্টা জ্বলে । সৌরলন্ঠন জেনারেটর বা প্রেট্রম্যাক্সের বদলে ভাড়া দেওয়া যায় । এই ধরণের সৌরলন্ঠন ভাড়া দেবার জন্য প্রাথমিক বিনিয়োগ

সামান্য এবং এর লাভ যথেষ্টই, সুতরাং বেকার যুবক যুবতীদের এই বিষয়ে উৎসাহিত করা যেতে পারে । জৈবগ্যাসের বাড়িতে পালিত পশুর মল, মানুষের মল এমনকি শাকসব্জির খোসা বদ্ধ চৌবাচ্চায় রেখে অক্সিজেনের অনুপাস্থিতিতে পচিয়ে তৈরি করা হয় । জৈবগ্যাসের প্লান্ট স্থাপনের জন্য প্রশিক্ষণ দেয় উক্ত সংস্থা । বাওমাস গ্যাসিফিয়ার যন্ত্র জৈবগ্যাসের বৈজ্ঞানিক নীতিতেই তৈরি যাতে বিভিন্ন ফসলের বর্জিত অংশ (Agrowaste) যেমন ধানের খোসা, পাটকাঠি প্রভৃতিকে কাজে লাগিয়ে জ্বালানীযোগ্যে রুপান্তরিত করা হয় । এই যন্ত্রে উৎপাদিত গ্যাস দ্বারা ছোটখাট কম অশ্বশক্তির যন্ত্রকেও চালান যায় ।

বিদ্যুতের সাথে সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্পের পরিকল্পনা ও তার রুপায়ন করতে হবে । এক্ষেত্রে চাহিদা ভিত্তিক নিজস্ব পরিকল্পনা রচনা করার সাথে সাথে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপরের স্তরগুলিতে তাদের প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট গ্রামপঞ্চায়েতের এই সংক্রান্ত পরিকাঠামোর উন্নতি গঠনের জন্য প্রস্তাব অন্তর্ভক্ত করার জন্য অনুরোধ জানাতে হবে । সব ক্ষেত্রেই পরিকল্পনা রুপায়নকালে স্থানীয় মানুষের নজরদারী দরকার যাতে সংশ্লিষ্ট কাজটির মান সম্বন্ধে নিসন্দিহান হওয়া যায় । এই বিষয়ে স্থানীয় সমস্যার উদ্রেক হলে গ্রাম পঞ্চায়েতকে তার মীমাংসা করতে হবে । স্থানীয় পরিকাঠামোর বিষয়ে উন্নতিসাধনের অন্যতম সহজপথ হল গ্রামপঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল বাড়ান। এতে নতুন পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণও সম্ভব ।

এখানে সংশ্লিষ্ট উপসমিতি যদি অনান্য গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতি জেলাপরিষদ সর্বপোরি জনগনকে সাথে নিয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামীন শিল্প বিকাশে অগ্রনী হয় তবে গ্রামগুলোর অর্থনৈতিক দুরবস্থা দুর হবার একটি পথনির্দিকা পাওয়া যাবে ।